আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

গঠনতন্ত্র

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

গঠনতন্ত্র

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

প্রকাশক

কেন্দ্রীয় কমিটি

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় :

দারুল ইমারত আহলেহাদীছ

নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

১ম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

২য় সংস্করণ

অক্টোবর ১৯৯৯

৩য় সংস্করণ

আগস্ট ২০১০

৪র্থ সংস্করণ

জানুয়ারী ২০১৩

মুদ্রণ

উদয়ন প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য

১৫ (পনের) টাকা মাত্র।

GATHANTANTRA (Constitution) : Published by the Central Committee of AHLE HADEETH ANDOLON BANGLADESH. Head Office : Darul Imarat Ahle Hadeeth, Nawdapara, P.O. Sapura, Rajshahi. 4th Edn. January 2013.

بسم الله الرحمن الرحيم

গঠনতন্ত্র

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

১ম সংস্করণের

ভূমিকা

নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নুছাল্লী ‘আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা‘দ-

আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯৪ সালের ২২ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদ সম্মেলনে গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৩শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেখানে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন সাব-কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর ৩রা আগষ্ট ’৯৫ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শূরা সম্মেলনে পেশকৃত খসড়া গঠনতন্ত্র দীর্ঘ পর্যালোচনার পর গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।

বিগত ২৯শে জুলাই ’৯৪ শুক্রবার বাদ জুম‘আ কুরআন পরিবর্তনের দাবীদার জনৈকা লেখিকা ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে ‘সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ’ আহূত লংমার্চ শেষে ঢাকার মানিক মিয়াঁ এভেনিউয়ে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে সংগঠনের মুহতারাম আমীর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের (তৎকালীন) সহযোগী অধ্যাপক **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর ঐতিহাসিক ঘোষণা ও উপস্থিত অন্যূন বিশ লক্ষাধিক জনতার মুহুর্মুহু শ্লোগান ও সমর্থনে ধন্য **‘সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর’**-এই লক্ষ্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ তার পদযাত্রা শুরু করে। এই সংগঠন ও তার অনুসারীগণ স্ব স্ব ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী পরিচালনা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এর মাধ্যমেই তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করেন। আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপরোক্ত লক্ষ্যে উত্তরণ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের

জন্য নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন দায়িত্বশীল ও নিবেদিতপ্রাণ একদল মুমিনের একটি জামা'আত গঠনের উদ্দেশ্যে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে অত্র গঠনতন্ত্র রচিত হয়েছে।

অত্র গঠনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত 'ইমারত ও বায়'আত'-এর ভিত্তিতে জামা'আত গঠনের রূপরেখা প্রদত্ত হয়েছে।

(২) ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় জীবনে একজন প্রকৃত মুমিন যাতে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও সুন্নাহ মেনে চলে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি হাছিল করতে পারেন, তার দিক-নির্দেশনা দান করা হয়েছে।

(৩) নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রচলিত পদ্ধতি সমূহের বাইরে আল্লাহভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে ইসলামী শূরা পদ্ধতি সংগঠনের সকল স্তরে অনুসৃত হয়েছে।

আমরা ঘরে-বাইরে সর্বত্র তাওহীদের পূর্ণ বিকাশ দেখতে চাই। এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত আমাদের আজকের 'ইমারতে শারঈ' আগামীতে 'ইমারতে মুলকী'-তে রূপ লাভ করুক এবং তার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ ইহকালে ও পরকালে প্রকৃত কল্যাণ লাভে ধন্য হৌক- এটাই আল্লাহ্র নিকটে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পরবর্তী সংশোধনী না আসা পর্যন্ত এই গঠনতন্ত্র পূর্ণভাবে মেনে চলা প্রত্যেক কর্মীর জন্য একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

নিবেদনে

কেন্দ্রীয় কমিটি

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

ধারা-১ : এই সংগঠনের নাম

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ধারা-২ : কার্যালয় ও মনোগ্রাম

(১) **কার্যালয় : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর প্রধান কার্যালয় বর্তমানে রাজশাহীতে থাকবে। তবে আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে মজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে প্রধান কার্যালয় দেশের অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে। কেন্দ্রীয় কার্যালয় 'দারুল ইমারত আহলেহাদীছ' নামে অভিহিত হবে।

(২) মনোগ্রাম পরিচিতি

(ক) পাঁচটি কোণ দ্বারা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ বুঝানো হয়েছে। (খ) মধ্যের উপরিভাগে 'কালেমা শাহাদাত'-এর প্রচলিত মূল অংশ দ্বারা তাওহীদ ও রিসালাতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বুঝানো হয়েছে। (গ) মধ্যের চাঁদতারা দ্বারা ইসলামী নিশান বুঝানো হয়েছে। (ঘ) ত্রিকোণবেষ্টিত সূরা ইউসুফ ১০৮ আয়াতাংশ দ্বারা 'জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহ্র পথে সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াতে'র কথা বুঝানো হয়েছে। (ঙ) উপরের তিন দিকে ডবল রেখার বেষ্টনী দ্বারা সাংগঠনিক মযবূতী বুঝানো হয়েছে। (চ) সবশেষে আয়াত বেষ্টিত তীরের আকৃতি দ্বারা 'দাওয়াত ও জিহাদ'-এর নমুনা পেশ করা হয়েছে।

ধারা- ৩ : আক্বীদা

(১) তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র দাসত্ব করা *(যারিয়াত ৫১/৫৬)* এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করা' *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬; মায়েদাহ ৫/৭২)*।

(২) শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ করা *(নিসা ৪/৬৫)*। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ছিরাতে মুস্তাক্বীমের অনুগামী হওয়া।

(৩) আমীরের আনুগত্য করা *(নিসা ৪/৫৯)*। অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনাকারী আমীরের নেতৃত্বে জামা'আতী যিন্দেগী যাপন করা *(মুসলিম)*।

ধারা-৪ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন আহলেহাদীছ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য।

ধারা-৫ : মূলনীতি : পাঁচটি-

(১) **কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা :** এর অর্থ- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আদেশ-নিষেধকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া এবং তাকে নিঃশর্তভাবে ও বিনা দ্বিধায় কবুল করে নেওয়া ও সে আনুযায়ী আমল করা।

(২) **তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজার অপনোদন :** তাক্বলীদ অর্থ- শারঈ বিষয়ে বিনা দলীলে কারো কোন কথা চোখ বুঁজে মেনে নেওয়া। তাক্বলীদ দু'প্রকারের- জাতীয় তাক্বলীদ ও বিজাতীয় তাক্বলীদ। জাতীয় তাক্বলীদ বলতে ধর্মের নামে মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মাযহাব ও তরীক্বার অন্ধ অনুসরণ বুঝায়। আর বিজাতীয় তাক্বলীদ বলতে বৈষয়িক ব্যাপারের নামে সমাজে প্রচলিত পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রভৃতি বিজাতীয় মতবাদের অন্ধ অনুসরণ বুঝায়।

(৩) **ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণার দুয়ার উন্মুক্তকরণ :** 'ইজতিহাদ' অর্থ- যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ হ'তে বের করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। এই অধিকার ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের সকল যোগ্য ও মুত্তাক্বী আলেমের জন্য খোলা রাখা।

(৪) **সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে পরিগ্রহণ :** এর অর্থ- ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে গ্রহণ করা।

(৫) **মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ :** এর অর্থ- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আদেশ-নিষেধকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা এবং মুসলিম উম্মাহ্র সার্বিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

উপরোক্ত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতি সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চায় এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধারা-৬ : কর্মসূচী : চারটি-

তাবলীগ, তানযীম, তারবিয়াত ও তাজদীদে মিল্লাত। অর্থাৎ প্রচার, সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও সমাজ সংস্কার।

(১) তাবলীগ বা প্রচার : এ দফার করণীয় হ'ল, সর্বস্তরের মানুষের নিকটে নির্ভেজাল তাওহীদ-এর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। তাদেরকে যাবতীয় শিরক, বিদ'আত ও তাক্বলীদী ফির্কাবন্দীর বেড়াজাল হ'তে মুক্ত হ'য়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও খোলা মনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করা। তাদের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা।

(২) তানযীম বা সংগঠন : এ দফার করণীয় হ'ল, যে সকল মানুষ এই আন্দোলনের দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজে যথার্থরূপে ইসলামী জীবন বিধান কায়েমে প্রস্তুত হন, তাদেরকে অত্র 'ইমারত'-এর অধীনে সংঘবদ্ধ করা।

(৩) তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ : এ দফার করণীয় হ'ল, সংগঠনের মাধ্যমে জামা'আতবদ্ধ জনশক্তিকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যিন্দাদিল মর্দে মুজাহিদ রূপে গড়ে তোলা এবং ধর্মের নামে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার ও জাহেলিয়াতের বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় ইসলামকে বিজয়ী করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী তৈরীর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৪) তাজদীদে মিল্লাত বা সমাজ সংস্কার : এ দফার করণীয় হ'ল, আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান অনুযায়ী সমাজের বুকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

তৃতীয় অধ্যায়

ধারা-৭ : জনশক্তি স্তর : তিনটি-

১. প্রাথমিক সদস্য ২. সাধারণ পরিষদ সদস্য ৩. কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য।

(১) প্রাথমিক সদস্য

(ক) যিনি নিয়মিত ছালাত আদায় করেন (খ) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে বিনাশর্তে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেন (গ) নির্ধারিত ‘সিলেবাস’ অধ্যয়নে রাযী থাকেন (ঘ) ‘প্রাথমিক সদস্য ফরম’ পূরণ করেন ও সংগঠনের নির্দেশ পালনে প্রস্তুত থাকেন (ঙ) সর্বস্তরে ‘আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা’ নামে পৃথক সদস্যা ফরম থাকবে।

(২) সাধারণ পরিষদ সদস্য

যে সকল ‘প্রাথমিক সদস্য’ (ক) সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচীর সাথে সচেতনভাবে একমত হন (খ) যিনি সংগঠনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল, তাক্বওয়াশীল এবং হালাল রূযীর বিষয়ে সচেতন থাকেন (গ) যিনি সংগঠনের সামগ্রিক তৎপরতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহায়তা করেন এবং অন্য কোন আদর্শিক সংগঠনের সাথে কোনরূপ সাংগঠনিক সম্পর্ক রাখেন না (ঘ) যিনি নিয়মিত ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখেন ও দেখান (ঙ) যিনি যাবতীয় হারাম ও কবীরা গোনাহ হ’তে বিরত থাকেন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন (চ) যিনি পারিবারিক তা‘লীম করেন, নির্দেশিকা অনুযায়ী কাজ করেন, নির্ধারিত সিলেবাস অধ্যয়ন করেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর উপরোক্ত মর্মে নির্ধারিত ফরম পূরণ করেন ও ‘মজলিসে আমেলা’র অনুমোদন লাভ করেন এবং আমীরে জামা‘আতের নিকট শারঈ আনুগত্যের বায়‘আত গ্রহণ করেন।

(৩) কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য

যে সকল ‘সাধারণ পরিষদ সদস্য’ (ক) সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সংগঠনের নির্দেশ অনুযায়ী যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকেন (খ) যিনি ইসলাম ও জাহেলিয়াত, তথা তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ‘আত, ইত্তেবা ও তাক্বলীদ, প্রচলিত রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং ইসলামী রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন (গ) যিনি নিয়মিতভাবে সাংগঠনিক ও ইসলামী গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন (ঘ) যিনি ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখেন ও দেখান (ঙ) যিনি ‘আন্দোলন’কে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বদা জান ও মালের কুরবানী দিয়ে থাকেন (চ) যিনি উপরোক্ত মর্মে নির্ধারিত ফরম পূরণ করেন ও ‘মজলিসে আমেলা’র অনুমোদন লাভ করেন এবং আমীরে জামা‘আতের নিকট শারঈ আনুগত্যের বায়‘আত গ্রহণ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

ধারা-৮ : সাংগঠনিক স্তর : পাঁচটি-

১. শাখা ২. এলাকা ৩. উপযেলা ৪. যেলা ৫. কেন্দ্র।

(১) শাখা

(ক) যে কোন গ্রাম বা মহল্লায় কমপক্ষে তিন জন 'প্রাথমিক সদস্য' থাকলে সেখানে একজনকে সভাপতি, একজনকে সাধারণ সম্পাদক ও একজনকে সদস্য করে একটি শাখা গঠন করা যাবে। সদস্য সংখ্যা বেশী থাকলে সভাপতি ও সহ-সভাপতিসহ অনধিক ৯ (নয়) সদস্যের একটি পূর্ণাঙ্গ 'শাখা কর্মপরিষদ' গঠিত হবে। যেলা না থাকলে উক্ত শাখা কেন্দ্র কর্তৃক সরাসরি অনুমোদিত হবে।

(খ) শাখার অধীনস্ত উপযুক্ত কোন স্থানে শাখার কার্যালয় স্থাপিত হবে।

(গ) 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র শাখা কর্মপরিষদ একই নিয়মে গঠিত হবে এবং কেবলমাত্র শাখা পর্যায়ে 'মহিলা সংস্থা'র কর্মপরিষদ থাকবে। অন্যান্য স্তরে অনধিক ৫ (পাঁচ) সদস্যা বিশিষ্ট একটি 'মহিলা পরিচালনা পরিষদ' থাকতে পারবে। যা কেন্দ্রে আমীরে জামা'আত এবং অন্য স্তরে যেলা সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হবে।

(ঘ) **শাখা কর্মপরিষদ :**

সভাপতি	১জন
সহ-সভাপতি	১জন
সাধারণ সম্পাদক	১জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন
অর্থ সম্পাদক	১জন
প্রচার সম্পাদক	১জন
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	১জন
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১জন
দফতর সম্পাদক	১জন
মোট=	৯জন

(২) এলাকা

(ক) যেলা কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শাখা নিয়ে একটি 'সাংগঠনিক এলাকা' গঠিত হবে।

(খ) যেলা সভাপতি স্বীয় কর্মপরিষদ ও সংশ্লিষ্ট উপযেলা সভাপতি এবং শাখা সভাপতিদের সাথে পরামর্শক্রমে এলাকা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনয়ন দিবেন। উক্ত তিনজন যেলা সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতি ও পরামর্শক্রমে অনধিক ১০ (দশ) সদস্যের একটি পূর্ণাঙ্গ 'এলাকা কর্মপরিষদ' গঠন করবেন ও শপথ নিবেন।

(গ) প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করার জন্য যেলা সভাপতি একজনকে আহ্বায়ক, একজনকে যুগ্ম-আহ্বায়ক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি 'এলাকা আহ্বায়ক কমিটি' গঠন করতে পারবেন। যার মেয়াদ অনধিক ছয় মাস হবে।

(ঘ) এলাকার অধীনস্ত উপযুক্ত কোন স্থানে যেলার অনুমোদন সাপেক্ষে 'এলাকা কার্যালয়' স্থাপিত হবে।

(ঙ) সিটি কর্পোরেশন এবং যেলা শহরগুলি এক বা একাধিক 'এলাকা'র মর্যাদা পাবে। ক্ষেত্র বিশেষে কোন একক এলাকা 'ওয়ার্ড' অথবা 'ইউনিয়ন' নামে অভিহিত হবে।

(চ) **এলাকা কর্মপরিষদ :**

পদ	সংখ্যা
সভাপতি	১জন
সহ-সভাপতি	১জন
সাধারণ সম্পাদক	১জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন
অর্থ সম্পাদক	১জন
প্রচার সম্পাদক	১জন
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	১জন
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	১জন
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১জন
দফতর সম্পাদক	১জন
মোট=	১০জন

(৩) উপযেলা

(ক) কয়েকটি এলাকা নিয়ে একটি ‘সাংগঠনিক উপযেলা’ গঠিত হবে। ক্ষেত্র বিশেষে কোন একক এলাকা ‘থানা’ অথবা ‘উপযেলা’ হিসাবে অভিহিত হবে।

(খ) যেলা সভাপতি স্বীয় কর্মপরিষদ ও সংশ্লিষ্ট এলাকা সভাপতিদের সাথে পরামর্শক্রমে উপযেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনয়ন দিবেন। উক্ত তিনজন যেলা সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতি ও পরামর্শক্রমে অনধিক ১০ (দশ) সদস্যের পূর্ণাঙ্গ ‘উপযেলা কর্মপরিষদ’ গঠন করবেন।

(গ) যেলার অনুমোদন সাপেক্ষে উপযেলা শহরে অথবা উপযেলার কোন সুবিধাজনক স্থানে ‘উপযেলা কার্যালয়’ স্থাপিত হবে।

(ঘ) **উপযেলা কর্মপরিষদ :**

সভাপতি	১জন
সহ-সভাপতি	১জন
সাধারণ সম্পাদক	১জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন
অর্থ সম্পাদক	১জন
প্রচার সম্পাদক	১জন
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	১জন
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	১জন
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১জন
দফতর সম্পাদক	১জন
মোট=	১০জন

(৪) যেলা

(ক) প্রতিটি সরকারী যেলা অথবা ‘মজলিসে আমেলা’র অনুমোদন সাপেক্ষে বিশেষ অঞ্চল সমূহ নিয়ে একটি ‘সাংগঠনিক যেলা’ গঠিত হবে।

(খ) আমীরে জামা‘আত স্বীয় মজলিসে আমেলা, সংশ্লিষ্ট যেলার উপদেষ্টা পরিষদ ও উপযেলা সভাপতিদের সাথে পরামর্শক্রমে যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনয়ন দিবেন। উক্ত তিনজন আমীরে

জামা‘আতের প্রতিনিধির উপস্থিতি ও পরামর্শক্রমে অনধিক ১০ (দশ) সদস্যের পূর্ণাঙ্গ ‘যেলা কর্মপরিষদ’ গঠন করবেন ও শপথ নিবেন।

(গ) প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করার জন্য আমীরে জামা‘আত একজনকে আহ্বায়ক, একজনকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি ‘যেলা আহ্বায়ক কমিটি’ গঠন করতে পারবেন। যাদের প্রত্যেককে কমপক্ষে ‘প্রাথমিক সদস্য’ হ’তে হবে। যার মেয়াদ অনধিক ছয় মাস হবে।

(ঘ) মজলিসে আমেলার অনুমোদন সাপেক্ষে যেলা শহরে অথবা যেলার কোন সুবিধাজনক স্থানে ‘যেলা কার্যালয়’ স্থাপিত হবে।

(ঙ) **যেলা কর্মপরিষদ :**

সভাপতি	১জন
সহ-সভাপতি	১জন
সাধারণ সম্পাদক	১জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন
অর্থ সম্পাদক	১জন
প্রচার সম্পাদক	১জন
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	১জন
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	১জন
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১জন
দফতর সম্পাদক	১জন
মোট=	১০জন

(৫) কেন্দ্র

(ক) আমীরে জামা‘আত, মজলিসে আমেলা, মজলিসে শূরা ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যমণ্ডলী সমন্বয়ে ‘কেন্দ্রীয় ইমারত’ গঠিত হবে।

(খ) কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যগণের মধ্য হ’তে অনধিক ১২ (বারো) সদস্যের ‘মজলিসে আমেলা’ গঠিত হবে।

(গ) আমীরে জামা‘আত প্রয়োজনবোধে ‘সাধারণ পরিষদ সদস্য’গণের মধ্য হ’তে যোগ্য ও অভিজ্ঞ কাউকে ‘মজলিসে আমেলা’ কিংবা ‘মজলিসে শূরা’-র সদস্য মনোনয়ন দিতে পারেন। তবে অনধিক ছয় মাসের মধ্যে তাকে ‘কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য’ মানে উন্নীত হতে হবে।

(ঘ) **মজলিসে আমেলা :**

আমীর	১জন
নায়েবে আমীর	১জন
সাধারণ সম্পাদক	১জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন
অর্থ সম্পাদক	১জন
প্রচার সম্পাদক	১জন
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	১জন
গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক	১জন
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	১জন
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১জন
শিশু ও যুব বিষয়ক সম্পাদক	১জন
দফতর সম্পাদক	১জন
মোট=	১২জন

(ঙ) মজলিসে শূরা : কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যগণের মধ্য হ'তে বয়স, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) জনের একটি 'মজলিসে শূরা' থাকবে। 'আমেলা' সদস্যগণ পদাধিকার বলে মজলিসে শূরার সদস্য থাকবেন।

(চ) কেন্দ্রীয় পরিষদ সভা : 'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য'গণের এই সভা সংগঠনের 'সর্বোচ্চ পরিষদ' হিসাবে গণ্য হবে।

৬. কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ : কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ১০ জনের একটি 'অভিভাবক পরিষদ' থাকবে।

৭. উপদেষ্টা পরিষদ : অধঃস্তন সংগঠন সমূহে অনধিক ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি করে 'উপদেষ্টা পরিষদ' থাকবে।

ধারা-৯ : কার্যক্রম

(ক) শাখা সংগঠন :

১. গ্রাম বা মহল্লার সকল নর-নারীকে নিয়মিত মুছল্লী বানানোর জন্য পরিকল্পনা মোতাবেক দাওয়াত দেওয়া।

২. দৈনিক বাদ এশা মহল্লার মসজিদে অর্থসহ ১টি করে হাদীছ শুনানো এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক করা।

৩. দ্বীনী ইল্ম-এর প্রসারের জন্য প্রত্যেক শাখায় (ক) পাঠাগার ও মক্তব স্থাপন করা (খ) 'সোনামণি স্কুল' ও বয়স্কদের 'কুরআন শিক্ষা ক্লাস' চালুর ব্যবস্থা করা (গ) ইসলামী বই ও পত্র-পত্রিকা পাঠের ব্যবস্থা করা। (ঘ) সংগঠনের বিভিন্ন বই, পত্রিকা, সিডি-ক্যাসেট বিক্রয় করা, পোস্টারিং ও প্রচারপত্র সমূহ বিতরণ করা ইত্যাদি।

৪. প্রতি মাসে একবার দায়িত্বশীল বৈঠক করা এবং শাখার মাসিক রিপোর্ট এলাকা সভাপতির নিকট প্রেরণ করা।

৫. শাখা সংগঠন কতগুলো যরূরী রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে। যেমন- (১) রেজুলেশন বহি (২) ক্যাশ বহি (৩) ভাউচার ফাইল (৪) চিঠিপত্র ফাইল (৫) মুছল্লী রেজিষ্টার ইত্যাদি।

৬. উপরোক্ত নিয়মিত কর্মসূচী ছাড়াও ঊর্ধ্বতন সংগঠনের কর্মসূচী ও নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে শাখা বাধ্য থাকবে।

৭. উপরে বর্ণিত ২ উপধারার প্রথমাংশ ব্যতীত বাকী কার্যক্রমসমূহ 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র জন্যও প্রযোজ্য হবে। এতদ্ব্যতীত তারা 'আন্দোলন' কর্তৃক আয়োজিত যেলা ও কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন, প্রশিক্ষণ এবং তাবলীগী ইজতেমায় মহিলাদের মধ্যে দায়িত্বশীল হিসাবে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে। সংশ্লিষ্ট 'মহিলা পরিচালনা পরিষদ' শাখাগুলির সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করবে ও সর্বদা তাদেরকে দাওয়াতী কাজে উদ্বুদ্ধ করবে। তারা তাদের তৎপরতার মাসিক রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন সংগঠনে প্রেরণ করবে।

(খ) এলাকা সংগঠন :

১. প্রতিটি 'এলাকা' অথবা 'উপযেলা মারকাযে' মাসিক তাবলীগী ইজতেমা করা।

২. এলাকার সর্বত্র দাওয়াত সম্প্রসারণ করা, নতুন শাখা গঠন করা এবং গঠিত শাখাসমূহের সার্বিক তদারকী ও অধিকতর সক্রিয় ও শক্তিশালী করার জন্য নিয়মিতভাবে তাবলীগী সফর ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৩. এলাকা কর্মপরিষদ মাসে অন্তত একটি দায়িত্বশীল বৈঠক করবে। সেখানে শাখার প্রদত্ত রিপোর্ট সমূহ পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাঠাবে ও এলাকার মাসিক রিপোর্ট উপযেলায় প্রেরণ করবে।

৪. ঊর্ধ্বতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে।

৫. প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে।

(গ) উপযেলা সংগঠন :

১. এলাকা সংগঠন সমূহকে অধিকতর সক্রিয় ও শক্তিশালী করার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

২. উপযেলা কর্মপরিষদ মাসে অন্তত একটি দায়িত্বশীল বৈঠক করবে।

৩. এলাকার প্রদত্ত রিপোর্ট সমূহ পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাঠাবে ও উপযেলার মাসিক রিপোর্ট যেলায় প্রেরণ করবে।

৪. ঊর্ধ্বতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে।

৫. প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে।

(ঘ) যেলা সংগঠন :

১. উপযেলা, এলাকা ও শাখা সমূহ অনুমোদন ও তদারকী করবে।

২. যেলা মাসিক তাবলীগী ইজতেমা করবে।

৩. উপযেলার মাসিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাঠাবে।

৪. কেন্দ্রের পরে যেলাগুলিই সংগঠনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হিসাবে গণ্য হবে এবং সংগঠনের অগ্রগতির স্বার্থে কেন্দ্রের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

৫. কেন্দ্রের নির্দেশ সমূহ দ্রুত বাস্তবায়নে তৎপর থাকবে এবং প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করবে।

৬. যেলা তার নিয়মিত মাসিক রিপোর্ট কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় সংগঠন :

১. যেলা সংগঠনকে অনুমোদন দেবে ও তদারকী করবে।

২. সংগঠনের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

৩. বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা করবে এবং সেখানে সংগঠনের কর্মী, সমর্থক ও সুধীবৃন্দের ব্যাপক সমাবেশ -এর ব্যবস্থা করবে।

৪. সংগঠনের সর্বস্তরে কর্মীদের মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫. রসিদ বই ছাপাবে এবং সংগঠনের সর্বত্র আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিদর্শন ও অডিটের ব্যবস্থা করবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ধারা-১০ : দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) আমীর : (ক) 'আমীরে জামা'আত' আন্দোলনের মূল যিম্মাদার হবেন। তিনি মজলিসে আমেলা, মজলিসে শূরা এবং কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত 'কেন্দ্রীয় ইমারত'-এর প্রধান হিসাবে গণ্য হবেন ও তাদের আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করবেন। (খ) তিনি আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে 'মজলিসে শূরা'র সাথে পরামর্শক্রমে যেকোন মৌলিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। (গ) কোন বিষয়ে তিনি যরূরী সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। তবে পরবর্তী 'মজলিসে আমেলা'-র বৈঠকে তার আনুমোদন নিবেন। (ঘ) আমীরে জামা'আত প্রয়োজন বোধে কেন্দ্রে ও যেলায় যেকোন পদ বা সহকারী পদ সৃষ্টি কিংবা বিলুপ্ত করতে পারবেন অথবা কাউকে একাধিক দায়িত্ব দিতে পারবেন।

(২) নায়েবে আমীর : আমীরে জামা'আত প্রদত্ত যেকোন দায়িত্ব পালন করবেন ও তাঁকে সর্বদা গঠনমূলক ও সুপরামর্শ দিবেন। তিনি আমীরের অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক : তিনি কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর প্রধান হিসাবে বিবেচিত হবেন। তিনি সম্পাদক মণ্ডলী ও বিভাগীয় পরিচালকদের কাজের তদারকী করবেন। মাসিক 'আমেলা' বৈঠকে সার্বিক রিপোর্ট পেশ করবেন। খসড়া বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী করবেন ও বার্ষিক সামগ্রিক রিপোর্ট পেশ করবেন।

(৪) সভাপতি : সভাপতিগণ স্ব স্ব স্তরের আন্দোলন ও সংগঠনের মূল যিম্মাদার হবেন। তিনি সভায় সভাপতিত্ব করবেন ও সংগঠনের সার্বিক শৃংখলা বজায় রাখবেন।

(৫) সহ-সভাপতি : তিনি সভাপতি প্রদত্ত যেকোন দায়িত্ব পালন করবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করবেন।

(৬) সাধারণ সম্পাদক : তিনি সম্পাদক মণ্ডলীর প্রধান হিসাবে বিবেচিত হবেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সভা আহ্বান করবেন ও কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি সম্পাদকমণ্ডলীর কার্যক্রম তদারকি করবেন ও বৈঠকে সংগঠনের সার্বিক রিপোর্ট পেশ করবেন।

(৭) সাংগঠনিক সম্পাদক : সাংগঠনিক অগ্রগতি ও শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে বাস্তব পরিকল্পনা পেশ করবেন ও কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(৮) অর্থ সম্পাদক : তিনি সংগঠনের হিসাব সংরক্ষণ করবেন ও মাসিক বৈঠকে আয়-ব্যয়ের রিপোর্ট পেশ করবেন। তিনি উন্নয়মুখী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়নের সক্রিয় পদক্ষেপ নিবেন। তিনি সংগঠনের বার্ষিক হিসাব 'অডিট' করাবেন।

(৯) প্রচার সম্পাদক : তিনি প্রচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি তাবলীগী পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন ও কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়ন করবেন। কেন্দ্রীয় দা'ওয়াহ বিভাগ কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদকের অধীনে পরিচালিত হবে।

(১০) প্রশিক্ষণ সম্পাদক : তিনি সর্বস্তরের কর্মী ও দায়িত্বশীলগণকে যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট 'প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা' পেশ করবেন ও কর্মপরিষদে অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়নের যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন।

(১১) সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক : তিনি সংগঠনের সর্বস্তরে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যবস্থা নিবেন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে পরিকল্পনা পেশ করবেন ও সংশ্লিষ্ট কর্মপরিষদের

অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়ন করবেন। তিনি সংগঠনের মুখপত্র ও সংগঠনের বিভিন্ন বই, পত্রিকা, সিডি-ডিভিডি, ক্যাসেট ইত্যাদি বিলি ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিবেন এবং সংগঠনের পাঠাগার ব্যবস্থাপনা তদারকী করবেন।

(১২) সমাজ কল্যাণ সম্পাদক : তিনি সমাজ কল্যাণমূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিবেন। অন্যান্য সমাজসেবা মূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন ও কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়নের যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন।

(১৩) গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক : তিনি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' ও তার অধীনস্ত 'ফৎওয়া বিভাগ' ও 'গবেষণা বিভাগ' তদারকী করবেন। তিনি সংগঠনের বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, হ্যাণ্ডবিল-লিফলেট, প্রচার-পত্র ইত্যাদি প্রকাশনা বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

(১৪) শিশু ও যুব বিষয়ক সম্পাদক : তিনি সংগঠনের ছাত্র ও যুব বিভাগ এবং শিশু-কিশোর বিভাগের তদারকী করবেন ও এগুলির অগ্রগতি সম্পর্কে সর্বদা কেন্দ্রকে অবহিত করবেন।

(১৫) দফতর সম্পাদক : তিনি সংগঠনের যাবতীয় ফাইল ও রেকর্ড-পত্র সংরক্ষণ করবেন এবং চিঠিপত্র আদান-প্রদান করবেন।

(১৬) সৃষ্ট পদ সমূহ : আমীরে জামা'আত কর্তৃক সৃষ্ট পদসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য মজলিসে আমেলার পরামর্শে তিনিই ঠিক করবেন এবং কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এগুলির তদারকী করবেন।

(১৭) মজলিসে আমেলা : (ক) 'মজলিসে আমেলা' সংগঠনের সর্বোচ্চ নির্বাহী পরিষদ হিসাবে গণ্য হবে। (খ) 'মজলিসে আমেলা' 'মজলিসে শূরা'র সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে। (গ) 'আমেলা' সদস্যগণ স্ব স্ব বিভাগের দায়িত্ব পালন করবেন এবং আমীরে জামা'আত প্রদত্ত নির্দেশ সমূহ বাস্ত বায়ন করবেন। (ঘ) আমীরে জামা'আতের গৃহীত কোন যরূরী সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা ও অনুমোদন করবেন।

(১৮) মজলিসে শূরা : সংগঠনের সর্বোচ্চ পরামর্শ পরিষদ হিসাবে গণ্য হবে। শূরার প্রধান দায়িত্ব সমূহ নিম্নরূপ :

(ক) আমীরে জামা'আত-কে আন্দোলনের অগ্রগতি বিষয়ে গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করা (খ) মৌলিক পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মসূচী প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন, অডিট বোর্ড গঠন ও হিসাব অনুমোদন করা (গ) আভ্যন্তরীণ শৃংখলা বিধান করা (ঘ) গঠনতন্ত্রের সংরক্ষণ, সংশোধন ও ব্যাখ্যা প্রদান করা (ঙ) সংগঠনে ইসলামী শরী'আত অনুসরণের তত্ত্বাবধান করা।

(১৯) কর্মপরিষদ সমূহ : মাসিক বৈঠকে গত মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব, সাংগঠনিক রিপোর্ট এবং আগামী মাসের পরিকল্পনাসহ সামগ্রিক রিপোর্ট পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন করবে।

(২০) কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সভা : (ক) কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যগণের মধ্য হ'তেই 'আমীরে জামা'আত', নায়েবে আমীর, মজলিসে শূরা ও মজলিসে আমেলা মনোনীত হবেন (খ) 'আমীর' অপারগ হ'লে অথবা মৃত্যুবরণ করলে অথবা অব্যাহতিপ্রাপ্ত হ'লে শূরার প্রস্তাবক্রমে এই সভা নতুন আমীর নির্বাচন করবে (গ) পূর্বতন আমীরের কোন অছিয়ত থাকলে তা অনুমোদন করবে (ঘ) আমীর, নায়েবে আমীর ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে এই সভা শূরা-র প্রস্তাব ক্রমে অস্থায়ীভাবে ভারপ্রাপ্ত আমীর, নায়েবে আমীর ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করবে, যা মূল আমীরের অনুমোদনক্রমে কার্যকর হবে। যারা নিয়মতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করবেন (ঙ) এই সভা গঠনতন্ত্রের মৌলিক কোন সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদন করবে (চ) তাঁরা কেন্দ্রের ও আন্দোলনের সার্বিক অগ্রগতির বিষয়ে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখবেন (ছ) সংগঠন ও দায়িত্বশীলগণের ব্যাপারে তাদের গঠনমূলক প্রস্তাব, পরামর্শ ও মন্তব্য কেন্দ্র সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে (জ) বার্ষিক অডিটকৃত হিসাব সহ সংগঠনের সার্বিক রিপোর্ট সম্পর্কে তারা অবহিত হবেন।

(২১) কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ : তাঁরা কেন্দ্রীয় সংগঠনের অগ্রগতি বিষয়ে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখবেন এবং আমীরে জামা'আতকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। 'আমীর' সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিরোধী কোন পদক্ষেপ নিলে বা তার দ্বারা সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন বা বিনষ্ট হ'লে তাকে সংশোধনের সকল প্রকার ব্যবস্থা নিবেন। অতঃপর তাতে ব্যর্থ হ'লে প্রধান উপদেষ্টা প্রয়োজনে তাঁকে বরখাস্ত করবেন। অতঃপর

কেন্দ্রীয় পরিষদ সভা ডেকে তাঁদের পরামর্শক্রমে নতুন 'আমীর' নিয়োগ দিবেন।

(২২) উপদেষ্টা পরিষদ : উপদেষ্টাগণ সংগঠনের অগ্রগতি বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান নির্বাহীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

ধারা-১১ : সভাসমূহ

(১) সর্বস্তরে 'কর্মপরিষদ' নিয়মিত মাসিক বৈঠক করবে।

(২) অধিকাংশের উপস্থিতিতে সভায় 'কোরাম' হবে

(৩) আমীরে জামা'আত-এর সাথে পরামর্শ ও তাঁর অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় যে কোন সভা 'কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক' আহ্বান করবেন।

(৪) সর্বস্তরের প্রধানগণ আবশ্যিক প্রয়োজনবোধে একটি মাত্র এজেণ্ডা দিয়ে যরূরী সভা আহ্বান করবেন।

(৫) সাধারণ সভার লিখিত নোটিশ সভার কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে প্রদান করতে হবে। নিয়মিত সভা মৌখিক নোটিশেও হ'তে পারে।

(৬) মজলিসে শূরার বৈঠক বছরে কমপক্ষে ৩ (তিন)টি অনুষ্ঠিত হবে।

(৭) বছরে অন্ততঃ একবার কেন্দ্রীয়ভাবে সকল স্তরের 'কর্মপরিষদ' 'সাধারণ পরিষদ' ও 'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য' সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

(৮) সংগঠনের সর্বস্তরে সুধী সমাবেশ, প্রশিক্ষণ শিবির, কর্মী সম্মেলন, সম্মেলন, ইসলামী সেমিনার ইত্যাদি করতে হবে।

(৯) উপদেষ্টা পরিষদের সভা বছরে কমপক্ষে দু'টি অনুষ্ঠিত হবে। তবে সভাপতি প্রয়োজনবোধে যেকোন সময় উপদেষ্টা পরিষদের সভা আহ্বান করবেন এবং তিনি সভায় সভাপতিত্ব করবেন। বার্ষিক বা যরূরী কোন সম্মেলনে উক্ত সভা আহ্বান আবশ্যিক হবে।

(১০) কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সভা বছরে কমপক্ষে দু'টি অনুষ্ঠিত হবে। তবে 'আমীর' প্রয়োজনবোধে যেকোন সময় উপদেষ্টা পরিষদের সভা আহ্বান করবেন এবং তিনি সভায় সভাপতিত্ব করবেন। বার্ষিক বা যরূরী কোন সম্মেলনে উক্ত সভা আহ্বান আবশ্যিক হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধারা-১২ : বিভাগ সমূহ

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর বিভিন্ন বিভাগ থাকবে।

(ক) বিভাগসমূহ পরিচালনার জন্য ‘আমীরে জামা‘আত’ মজলিসে আমেলার পরামর্শক্রমে পৃথক পৃথক ‘বিভাগীয় পরিচালক’ ও ‘সহকারী পরিচালক’ নিয়োগ করবেন এবং তাদের সদস্য সংখ্যা ও কর্ম পরিধি নির্ধারণ করবেন। পরিচালকগণ মজলিসে শূরা বা আমেলার সদস্য না-ও হতে পারেন। তবে তাদেরকে কমপক্ষে ‘সাধারণ পরিষদ সদস্য’ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ‘আমীরে জামা‘আত’ প্রয়োজনবোধে যে কোন বিভাগ সৃষ্টি, বাতিল ও কমবেশী করতে পারবেন। পরিচালকগণ কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক-এর নিকটে তাদের স্ব স্ব মাসিক অগ্রগতির রিপোর্ট পেশ করবেন।

(খ) বিভাগসমূহ :

১. ছাত্র ও যুব বিভাগ ২. শিশু-কিশোর বিভাগ ৩. মহিলা বিভাগ ৪. শিক্ষা বিভাগ ৫. দা‘ওয়াহ বিভাগ ৬. ফৎওয়া বিভাগ ৭. গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ ৮. সমাজকল্যাণ বিভাগ।

ধারা-১৩ : ব্যাখ্যা

(১) ছাত্র ও যুব বিভাগ : তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজের নিকটে ইসলামের প্রকৃত দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য ছাত্র ও যুব বিভাগ দায়িত্ব পালন করবে। এ বিভাগের অধীনে বর্তমানে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ পরিচালিত হবে।

(২) শিশু-কিশোর বিভাগ : শিশু-কিশোরদের মধ্যে সঠিক ইসলামী চেতনা সৃষ্টির জন্য এ বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করবে। এ বিভাগের অধীনে বর্তমানে ‘সোনামণি’ পরিচালিত হবে।

(৩) মহিলা বিভাগ : মহিলাদের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করার জন্য মহিলা বিভাগ দায়িত্ব পালন করবে এবং পরিবারের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাবে। মহিলা বিভাগ মূল সংগঠনের আওতায় থেকে স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের নেতৃত্বে শাখা পর্যায়ে দাওয়াত ও সংগঠনের কাজ করবে। তারা ‘আন্দোলন’-এর সংশ্লিষ্ট শাখা/ঊর্ধ্বতন

সংগঠনের সভাপতির নিকটে তাদের কর্মতৎপরতার রিপোর্ট প্রদান করবেন। এ বিভাগের অধীনে বর্তমানে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' পরিচালিত হবে। তবে সকল অফিসিয়াল কার্যক্রম মূল সংগঠনের দায়িত্বে থাকবে।

(৪) শিক্ষা বিভাগ : দেশে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে এ বিভাগ কাজ করবে। এতদ্ব্যতীত 'আন্দোলন'-এর আওতাধীন ও সমমনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত বা অনুমোদিত বইসমূহ পাঠ্য হিসাবে চালু করা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও অন্যান্য পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা এ বিভাগের দায়িত্ব হবে।

(৫) দাওয়া বিভাগ :

(৬) ফৎওয়া বিভাগ : পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব প্রদান করবে। আমীরে জামা'আত এই বিভাগের প্রধান থাকবেন।

(৭) গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ : এ বিভাগ (ক) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এবং মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনার ব্যবস্থা করবে। (খ) সংগঠনের কেন্দ্রীয় মুখপত্র ও বইপত্র সমূহ প্রকাশ করবে। (গ) বর্তমানে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' ও 'দারুল ইফতা' এই বিভাগের অধীনে পরিচালিত হবে।

(৮) সমাজকল্যাণ বিভাগ :

সপ্তম অধ্যায়

ধারা-১৫ : নির্বাচন ও মনোনয়ন

ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন নীতিতে নেতৃত্বের জন্য প্রার্থী হওয়া, কোন পদের লোভ করা, গ্রুপিং করা ও প্রচারণা চালানো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। সেমতে সংগঠনের সর্বস্তরে আল্লাহভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে ইসলামী শূরা পদ্ধতি অনুসৃত হবে। উক্ত নীতি অনুযায়ী নিম্নোক্ত নির্বাচন সমূহ সম্পন্ন হবে।-

(ক) আমীর : 'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য'গণ প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন নীতির অনুসরণে কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যগণের মধ্য হ'তে সর্বাধিক সাংগঠনিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং কুরআন-হাদীছে অভিজ্ঞ মুত্তাক্বী আলেম ও যাঁর পরিবারে শরী'আতের পাবন্দী আছে, এমন একজন যোগ্য ব্যক্তিকে 'আমীর' নির্বাচন করবেন। তাঁর বয়স কমপক্ষে ৪০ (চল্লিশ) বছর হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে। 'মজলিসে শূরা' ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী নির্বাচন বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

(খ) নায়েবে আমীর : আমীরে জামা'আত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ ও মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শক্রমে 'নায়েবে আমীর' মনোনয়ন দিবেন।

(গ) মজলিসে শূরা : আমীরে জামা'আত কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা ও নায়েবে আমীরের সাথে পরামর্শক্রমে 'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য'গণের মধ্য হ'তে 'মজলিসে শূরা' গঠন করবেন।

(ঘ) মজলিসে আমেলা : আমীরে জামা'আত কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা ও নায়েবে আমীরের সাথে পরামর্শক্রমে 'মজলিসে আমেলা' মনোনয়ন দিবেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে তিনি পৃথক পৃথকভাবে শূরা সদস্যদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন। অতঃপর তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসাবে গৃহীত হবে।

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ : কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যগণ তাঁদের মধ্য হ'তে সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) জনকে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মনোনীত করবেন।

(ঙ) উপদেষ্টা পরিষদ : আমীরে জামা'আত মজলিসে আমেলা ও যেলা কর্মপরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে যেলা উপদেষ্টা পরিষদ মনোনয়ন দিবেন। অধঃস্তন কর্মপরিষদ গুলির সাথে পরামর্শক্রমে যেলা সভাপতি সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ সমূহ মনোনয়ন দিবেন।

(চ) শাখা, এলাকা, উপযেলা ও যেলা কর্মপরিষদ নির্বাচন ধারা ৮/১, ২, ৩ ও ৪ অনুযায়ী হবে।

(ছ) সকল স্তরে দায়িত্বশীল মনোনয়নে ধারা-৭-এর তুলনামূলক উচ্চ স্তরের প্রতি দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

ধারা-১৪ : দায়িত্বশীলের গুণাবলী

(১) আল্লাহভীরুতা (২) সুন্নাতের পাবন্দী (৩) ইমারতের প্রতি আনুগত্য (৪) পদের প্রতি লোভহীনতা (৫) দায়িত্বানুভূতির তীব্রতা (৬) সততা ও যোগ্যতা

(৭) আমানতদারী (৮) হালাল রূযী (৯) ইসলামী পরিবার ও (১০) সংগঠনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা।

ধারা-১৫ : দায়িত্বের মেয়াদ

(ক) 'আমীরে জামা'আত' যতদিন পর্যন্ত শরী'আতের উপর কায়েম থেকে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করবেন, ততদিন তিনি 'আমীর' হিসাবে নিযুক্ত থাকবেন। যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে সংগঠনের অন্য সকল স্তর ২(দুই) বছর পর পর পুনর্গঠন করা হবে।

(খ) প্রতিষ্ঠাতা আমীর আজীবন কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা থাকবেন।

(গ) সকল পর্যায়ের উপদেষ্টাগণের মেয়াদ ৩ (তিন) বছর হবে।

ধারা-১৬ : আমীর ও অন্যান্যদের অব্যাহতি

(১) আমীরে জামা'আত যথার্থ কারণ হেতু দায়িত্ব পালনে অপারগ হ'লে কিংবা 'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যে'র গুণাবলী হারিয়ে ফেললে কিংবা 'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য'গণের অধিকাংশ আমীরে জামা'আতের প্রতি আস্থাহীনতা প্রকাশ করলে এবং কেন্দ্রীয় অভিভাবক পরিষদ তা অনুমোদন করলে যেকোন সময় 'ইমারত' বাতিল হবে এবং তদস্থলে নতুন 'আমীর' নির্বাচিত হবেন।

(২) এ সংগঠনে পদপ্রার্থনা বা পদত্যাগের কোন সুযোগ নেই। সংগঠনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দায়িত্ব পালনকেও প্রত্যেক কর্মী তার পরকালীন মুক্তির অন্যতম অসীলা মনে করেন। তাই ইমারত-এর পক্ষ থেকে দায়িত্ব ফিরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়া সকলের জন্য একান্তভাবেই কর্তব্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি কারু কর্মকাণ্ডে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রতিভাত হয়, তবে তিনি নিম্নোক্তভাবে অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন। যেমন-

(ক) যেকোন পর্যায়ের যেকোন দায়িত্বশীল গঠনতন্ত্র বিরোধী কাজ করলে (খ) দায়িত্ব পালনে অযোগ্য বিবেচিত হ'লে (গ) তার কর্মকাণ্ড ধারা-১৫-এর বিরোধী বলে পরিলক্ষিত হ'লে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দান সাপেক্ষে মজলিসে আমেলার পরামর্শক্রমে আমীরে জামা'আত যেকোন সময় তাকে অব্যাহতি প্রদান করবেন (ঘ) কেউ মৌখিক বা লিখিতভাবে বায়'আত ভঙ্গ করলে তিনি অব্যাহতিপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবেন (ঙ)

আচরণগত ভাবে বায়‘আত ভঙ্গকারী হিসাবে প্রমাণিত হ’লে আমীরে জামা‘আতের অনুমোদনক্রমে তিনি অব্যাহতি প্রাপ্ত বলে গণ্য হবেন। (চ) কেউ পরপর তিনটি দায়িত্বশীল বৈঠকে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকলে, সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক নিজে অথবা আমীরে জামা‘আতের প্রতিনিধি তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন ও তার বিষয়টি পুরোপুরি অবগত হবেন। অতঃপর সংশোধনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ’লে কর্মপরিষদ বা মজলিসে আমেলার পরামর্শক্রমে তাকে দায়িত্ব হ’তে অব্যাহতি দেওয়া হবে। তবে সংগঠন হ’তে অব্যাহতির জন্য আমীরে জামা‘আতের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

(৩) সংগঠন হ’তে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ফিরে আসতে চাইলে তাকে আমীরে জামা‘আত বরাবর উক্ত মর্মে লিখিত আবেদন করতে হবে। অতঃপর মজলিসে আমেলার পরামর্শক্রমে আমীরে জামা‘আত উক্ত দরখাস্ত মনযূর করলে তিনি প্রথমে আনুগত্যের বায়‘আত গ্রহণ করবেন। অতঃপর ‘প্রাথমিক সদস্য’ ফরম পূরণ করবেন।

ধারা-১৮ : আপোষ মীমাংসা

(১) মজলিসে আমেলা বা মজলিসে শূরা সদস্যগণের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে ‘আমীরে জামা‘আত’ স্বীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে অথবা ‘আমেলা’র পরামর্শক্রমে ফায়ছালা করবেন।

(২) যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হ’লে ‘আমীরে জামা‘আত’ বিষয়টি ‘আমেলা’র পরামর্শক্রমে নিষ্পত্তি করবেন।

(৩) অধঃস্তন সংগঠনের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হ’লে সংশ্লিষ্ট যেলা সভাপতি স্বীয় কর্মপরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে বিষয়টি সুরাহা করবেন।

(৪) যেলা সহ অধঃস্তন সংগঠনের অন্যান্য কর্মপরিষদ সদস্য অথবা সংগঠনের যেকোন স্তরের যেকোন সদস্যের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক কোন অভিযোগ উত্থাপিত হ’লে সংশ্লিষ্ট সভাপতি স্বীয় কর্মপরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করবেন। অন্যথায় ঊর্ধ্বতন সংগঠনের শরণাপন্ন হবেন। সবশেষে যেলা উপদেষ্টা পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে যেলা সভাপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

অষ্টম অধ্যায়

ধারা-১৯ : অর্থব্যবস্থা

(ক) আয় :

(১) সকল পর্যায়ের সদস্য, সুধী ও শুভাকাংখীদের এককালীন ও নিয়মিত এয়ানত, ওশর, যাকাত, ফেৎরা, কুরবানী ও অন্যান্য দান-ছাদাক্বার একটি নির্ধারিত অংশ বায়তুল মাল ফাণ্ডে জমা হবে। সকল প্রকার দান কেন্দ্রীয় রসিদে আদায় হবে।

(২) সংগঠনের নিজস্ব প্রকাশনী হ'তে আয় এবং অন্যান্য আয়।

(৩) (ক) শাখা তার মোট আদায়ের সিকি রেখে বাকী তিন অংশ এলাকাকে দিবে, এলাকা তার মোট আদায়ের তিনের এক অংশ রেখে বাকী দুই অংশ উপযেলাকে দিবে, উপযেলা তার মোট আদায়ের তিনের এক অংশ রেখে বাকী দুই অংশ যেলাকে দিবে। যেলা তার মোট আদায়ের অর্ধেক রেখে বাকী অর্ধেক কেন্দ্রকে দিবে অথবা ঊর্ধ্বতন সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত কোটা পরিশোধ করবে। (খ) কেন্দ্রীয়ভাবে সংগৃহীত কোন ব্যাপক আদায় যেমন তাবলীগী ইজতেমার আদায় বা বন্যা ত্রাণ সংক্রান্ত আদায় কিংবা স্থানীয়ভাবে সেমিনার, সুধী সমাবেশ বা বার্ষিক জালসার আদায় ইত্যাদি খাত-এর পুরোটাই স্ব স্ব সংগঠন পাবে।

(৪) কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক কেন্দ্রের এবং সভাপতি ও অর্থ সম্পাদক অধঃস্তন সংগঠনের ব্যাংক হিসাব যৌথভাবে পরিচালনা করবেন।

(৫) প্রতি রামাযান ও যিলহাজ্জ মাসে সংগঠনের আয় বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

(৬) শাখা ৫০০/=, এলাকা ১০০০/=, উপযেলা ১৫০০/=, যেলা ২০০০/= ও কেন্দ্র ১০,০০০/= টাকার বেশী একত্রে হ্যাণ্ড ক্যাশ রাখতে পারবে না। এর বেশী উত্তোলন ও ক্যাশ রাখতে চাইলে স্ব স্ব কর্মপরিষদের ও মজলিসে আমেলার অনুমোদন নিতে হবে।

(খ) ব্যয় :

(১) সংশ্লিষ্ট কর্মপরিষদ ও মজলিসে আমেলা-এর অনুমোদন সাপেক্ষে আন্দোলন ও সংগঠনের সার্বিক স্বার্থে আদায়কৃত অর্থ ব্যয় হবে।

(২) অধঃস্তন সংগঠন ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলগণের সাংগঠনিক সফরের ব্যয়ভার বহন করবে।

নবম অধ্যায়

ধারা-২০ : গঠনতন্ত্র সংশোধন

'মজলিসে আমেলা'-র প্রস্তাবক্রমে 'মজলিসে শূরা' গঠনতন্ত্রে সংশোধনী বা পরিবর্তন আনতে পারে। তবে কোন অবস্থাতেই ধারা- ৩, ৪ ও ৫ এর বিরোধী কোন সংশোধনী বা পরিবর্তন আনা যাবে না।

দশম অধ্যায়

ধারা-২১ : বিবিধ

(১) প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাস হ'তে সাংগঠনিক বছর শুরু হবে। প্রতি সেশনের মেয়াদ দু'বছর হবে।

(২) প্রতিবছর আগষ্ট মাসের শেষ বৃহস্পতি ও শুক্রবারে 'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য' সম্মেলনে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের অডিটকৃত হিসাব সহ সংগঠনের সার্বিক রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

(৩) প্রতিবছর আগষ্টের শেষ সপ্তাহে বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে সকল স্তরের উপদেষ্টা পরিষদ, কর্মপরিষদ, সাধারণ পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যগণ যোগদান করবেন।

(৪) প্রতি দু'বছর অন্তর আগষ্টের শেষ সপ্তাহে কেন্দ্রীয় শূরা, আমেলা ও যেলা সমূহের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ মনোনীত হবেন এবং তার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সকল যেলার সম্পাদক মণ্ডলীর মনোনয়ন সম্পন্ন হবে।

ধারা-২২ : পরিশিষ্ট

(ক) আমীরের শপথ : আমীর নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট শপথ গ্রহণ করবেন।

(খ) ইমারত-এর নিকট বায়‘আত :

‘প্রাথমিক সদস্য’, ‘সাধারণ পরিষদ সদস্য’ ও ‘কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য’গণ আমীরে জামা‘আতের নিকট আনুগত্যের বায়‘আত গ্রহণ করবেন। অতঃপর-

(১) আমীরে জামা‘আত-এর নিকটে বায়‘আত গ্রহণের মাধ্যমে মজলিসে আমেলা, মজলিসে শূরা, যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকগণ মনোনয়ন প্রাপ্ত হবেন।

(২) যেলা কর্মপরিষদের অন্যান্য সম্পাদক, উপযেলা কর্মপরিষদ, এলাকা কর্মপরিষদ ও শাখা কর্মপরিষদ সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট যেলা সভাপতির নিকটে শপথ গ্রহণ করবেন।

(৩) পুরুষের জন্য আমীরের হাতে হাত রেখে বায়‘আত করাই সুন্নাত। মহিলাগণ কেবল মুখে উচ্চারণ করবেন। আমীরে জামা‘আতের অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে বায়‘আত নেওয়া যাবে। ক্ষেত্রবিশেষে বায়‘আতের পদ্ধতির পরিবর্তন হ’তে পারে।

[বায়‘আতের পূর্বে নিম্নের আয়াতটি অনুবাদসহ শুনাবেন।]-

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ–

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ، يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ، فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْراً عَظِيْماً، (الفتح ١٠)–

অর্থ : ‘নিশ্চয়ই যারা আপনার নিকটে আনুগত্যের বায়‘আত করল, তারা আল্লাহ্‌র নিকটেই বায়‘আত করল। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপরে রয়েছে। অতঃপর যে ব্যক্তি বায়‘আত ভঙ্গ করে, সে নিজের ক্ষতির জন্যই সেটা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহ শীঘ্র তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করবেন’ *(সূরা ফাৎহ ১০ আয়াত)*।

(ক) তওবা ও ইস্তেগ্ফার :

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لآ اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ–

অর্থ : ‘আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্ব চরাচরের ধারক এবং আমি তাঁহার দিকেই ফিরিয়া যাইতেছি বা তওবা করিতেছি’ *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩)*।

(খ) বায়‘আত :

(১) আমি .... আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া মুহতারাম আমীরে জামা‘আতের নিকটে এই মর্মে বায়‘আত করিতেছি যে, আমি ইসলামের যাবতীয় ফরয ও সুন্নাত সমূহ পালন করিব এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট থাকিব।

(২) আমি যাবতীয় হারাম ও কবীরা গোনাহ হইতে বিরত থাকিব এবং সর্বদা হালাল রূযী গ্রহণে তৎপর থাকিব।

(৩) আমি মুহতারাম আমীরে জামা‘আত-এর নেতৃত্বে জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপন করিব।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উক্ত বায়‘আত ও অঙ্গীকার পালনের তাওফীক দাও! আমীন!!

২. দায়িত্বশীলগণের শপথ :

[প্রথমে নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীছটি অনুবাদসহ শুনাবেন।]

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوْلاً، (إسراء ٣٤)–

অর্থ : ‘তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসা করা হইবে’ *(বনু ইস্রাঈল ৩৪)*।

❑ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ، متفق عليه–

অর্থ : ‘নিশ্চয়ই তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে’ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫ ‘নেতৃত্ব ও বিচার’ অধ্যায়)*।

(ক) তওবা ও ইস্তেগ্ফার :

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لآ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوْبُ اِلَيْهِ–

অর্থ : 'আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্ব চরাচরের ধারক এবং আমি তাঁহার দিকেই ফিরিয়া যাইতেছি বা তওবা করিতেছি' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*।

(গ) শপথ :

(১) আমি [এ সময় দায়িত্বশীল তার নাম ও দায়িত্ব উল্লেখ করবেন] আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া এই মর্মে শপথ করিতেছি যে, আমি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর গঠনতন্ত্র পুরাপুরি মানিয়া চলিব এবং উহার ভিত্তিতে সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হাছিল ও কর্মসূচীর বাস্ত বায়নকেই আমার প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিব।

(২) আমি আমার উপরে প্রদত্ত সংগঠনের যেকোন দায়িত্ব ও আমানত বিশ্বস্ততার সহিত রক্ষা করিব।

(৩) আমার উপরে অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইলে বা আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হইলে আমি উহাকে হাসিমুখে মানিয়া লইব এবং কোন অবস্থাতেই আমি নেতৃত্ব লইয়া ঝগড়া করিব না।

(৪) আমি পরামর্শের গোপনীয়তা এবং সংগঠনের সার্বিক স্বার্থ ও মর্যাদা পূর্ণভাবে সংরক্ষণ ও সর্বোত্তম শৃঙ্খলা বিধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উক্ত শপথ ও অঙ্গীকার পালনের তাওফীক দাও! আমীন!!

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك وأتوب إليك–

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم الحساب–

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি। পরকালীন মুক্তির চেতনার উপরেই এই ভিত্তি স্থাপিত।